(Unit – 1) ①

ঐতিহাসিক হিসাবে আব্দুল হামিদ লাহরীর মূল্যায়ন কর।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে শাহজাহানের রাজত্বকাল ছিল নিঃসন্দেহে সুবর্ণযুগ। আবুল ফজল ও আব্দুল হামিদ লাহরী যে ধরনের দরবারি ইতিহাস লিখেছেন তার আরও অনেক ত্রুটি ছিল। সেইসব দরবারি ইতিহাসই সম্রাট সম্পর্কে অতিরঞ্জন চাটুকারিতা এবং অলংকার, বহুল গুরুগম্ভীর ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন যে, দরবারি ঐতিহাসিকদের আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ছিল সেই যুগের প্রচলিত শৈলী। এতে তাদের চাটুকারিতা প্রমাণিত হয় না। দরবারি ইতিহাসে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাকে বিকৃত করা হয়নি। আবুল ফজল সব স্তুতি দিয়েছেন সম্রাটকে। রাজস্ব সংস্কারের বর্ণনাকালে তিনি একবারও টোডরমলের নাম উচ্চারণ করেননি। বলেছেন, সম্রাট হল আইন-ই-দহসালার আবিষ্কারক। সেই ধরনের ত্রুটি দরবারি ইতিহাসে অবশ্যই ছিল।

শাহজাহানের রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হলেন আব্দুল হামিদ লাহরী। শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রথম দশ বছরের ইতিহাস লেখেন মহম্মদ আমিন। তার গ্রন্থের নামও 'পাদশাহনামা'। জালালউদ্দিন ও সেই পর্বের আরও একখানি ইতিহাস লিখেছেন। এই দুইখানি গ্রন্থে শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম দশ বছরের সব ঘটনা ও শাসনকার্যের বর্ণনা আছে। সেই যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল হামিদ লাহরী। শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন যে, লাহরী ছিলেন আবুল ফজলের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তি। লাহরী শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস দু খণ্ডে লেখেন। 1627–1647 খ্রী: এই ইতিহাসখানি হল শাহজাহানের রাজত্বকালের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান। তিনি এই গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁর রাজত্বকালের সমস্ত প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে খুঁটিনাটি কথা জানিয়েছেন। আবুল ফজলের ইতিহাসকে মডেল হিসাবে ধরে নিয়ে এই পরিণত বিদ্বান অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক শাহজাহানের

Scanned by CamScanner

রাজত্বকালের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়ে গেছেন যা থেকে তৎকালীন সময়ের গুরুত্বপূর্ন নথি আমরা ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে অনেক কিছু জানতে পারি।

তিনি দুরকমের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ননা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, যুবরাজ মির্জা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এরজন্য নূরজাহানের চক্রান্ত দায়ী ছিল। তিনি শাহজাহানের সংরক্ষিত সব নথিপত্র দেখেছিলেন দরবারের সব উপাদান তিনি স্বযত্নে ব্যবহার করে তাঁর ইতিহাস লেখেন। তিনি স্বযত্নে সব সামরিক অভিযানের বর্ননা তুলে ধরেছেন। যেসব অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল সেগুলিরও নিখুঁত বর্ননা দিয়েছেন। শাহজাহান তাদের পেনশন মঞ্জুর করেছেন; মনসব দিয়েছেন, নতুন পদে নিয়োগ করেছেন, জন্মদিন ও সিংহাসন আরোহনের সময় উৎসব হয়েছে সেইসব বর্ননা পাওয়া যায় লাহরীর 'পাদশাহনামা'য়। এই গ্রন্থে অনেককিছু আছে যাতে সাধারন মানুষের আগ্রহ নেই, তা সত্ত্বেও বলা যায় এটি হল একটি ইতিহাস গ্রন্থ কারন বর্ননা ও পদ্ধতির দিক থেকে বিচার করলে সেটিকে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায়। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা, লাহরীর গ্রন্থ পড়ে শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করেছেন।

—o—

Scanned by CamScanner

(Unit-1)

ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফজলের মূল্যায়ন কর। (2012, 13, 14, 16)

মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে লিখিত ইতিহাসমূলক বিবরণের ক্ষেত্রে আবুল ফজলের অবদান — সমকালীন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে [illegible] শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। মধ্যযুগের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন বলে আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মাহদভী মতাদর্শের প্রচারক শেখ মুবারকের দ্বিতীয় সন্তান আবুল ফজল 1550 খ্রিস্টাব্দের 14 জানুয়ারী আগ্রায় জন্মগ্রহন করেন। 1574 খ্রিস্টাব্দে 24 বছর বয়সে তিনি আকবরের সাথে পরিচিত হন এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পূর্ববর্তী বছরগুলি তাকে কঠোর সামাজিক ও আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে কাটাতে হয়। তিনি ছিলেন মুঘল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

☐ মাহদভী মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে গোঁড়াপন্থী উলেমাদের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে শেখ মুবারককে অনেকগুলি দিন অতিবাহিত করতে হয়। ফলতই আবুল ফজলের কৈশোর যৌবনের দিনগুলি মোটেও সুখের ছিল না। সামান্য শিক্ষক পিতার পুত্র হিসাবে আবুল ফজল কঠিন সংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সম্ভবত সেখান থেকেই তাঁর চারিত্রিক গঠনের বিশিষ্ট, গুণাবলীর সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটে। প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তার চরিত্রে কষ্ট সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও উদারতার সমাবেশ ঘটে। তিনি ঈশ্বরে অনুরক্ত উদার হৃদয়বান ও সহনশীলতার প্রতীক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

☐ সম্রাট আকবর যেমন আবুল ফজলের সান্নিধ্যে থেকেই তার (সুল-হ-ই-কুল) নীতিকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনই আকবরের উদারতা ও বাস্তবমুখী রাজনৈতিক দর্শন আবুল ফজলের চরিত্র নীতির স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুলে দিয়েছিল। সম্রাট আকবরের বদান্যতায় তিনি সভাসদ হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন এবং প্রথমেই 20 সংখ্যার মনসবদার পদে মনোনীত হন।

☐ 1558 খ্রিস্টাব্দে তিনি এক হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে আবুল ফজল পাঁচ হাজারী মনসবদার পদে মনোনীত হন। আকবর তার পাণ্ডিত্য ও উদারতায় মুগ্ধ হন। ক্রমেই উভয়ের সামাজিক বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়। সম্রাট আকবর আবুল ফজলকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেন।

P.T.O

Scanned by CamScanner

☐ 1594 খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের অনুরোধে আবুল ফজলের রাষ্ট্র-কৃত্যক গৌরবময় কর্মধারা ও রাজ্যবিস্তারের তথ্যমূলক বিবরণ লেখার কাজ করেন। দীর্ঘ সাত বছরের কঠোর পরিশ্রম করে তিনি আকবরের রাজত্বকালের অনুচ্ছিন্নতম বর্ষের তথ্যভিত্তিক লিপিবদ্ধ করেন। পরিবর্তন সংশোধন ও সংযোজনীয়র পর 1602 খ্রীস্টাব্দের সূচনা কাল পর্যন্ত মুঘল রাজত্বকালের রাজবংশ ও রাষ্ট্রনীতির বিবরণ পাওয়া যায়। 'আকবরনামা' শীর্ষক গ্রন্থ আকবরের রাজত্বকালের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত।

☐ 'আকবরনামা' গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আকবরের পূর্বপুরুষের জীবন ও কর্মধারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই খণ্ডের প্রধান আকর্ষণ বাবর ও হুমায়ুনের আমলের ঘটনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ডে মূলত আকবরের আমলের ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক বিবরণে সমৃদ্ধ। 'আকবরনামার' তৃতীয় খণ্ডে 'আইন-ই-আকবরী' শীর্ষক উপনামে প্রকাশিত হয়। আগে এটি ছিল এক খণ্ডে রচিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ব্লকম্যান ও জ্যারেট এটিকে দুই খণ্ডে সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ অনুবাদকেরা এই দুই খণ্ডকে আরও তিন খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করেন। আইন-ই-আকবরী পাঁচটি অধ্যায়ে মুঘল ভারতের শাসনব্যবস্থা, আইন, বিচার ও অর্থনীতি ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থ মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চায় সীমাবদ্ধ না থেকে জীবনের বৃহত্তর ঘটনাবলীর সাথে যুক্ত হয়। এই গ্রন্থ নিছক মুঘল আমলের বিবরণ বা পরিসংখ্যান নয়, তা হল মুঘল রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের আলোকপাত। কেউ কেউ মনে করেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এর পর 'আইন-ই-আকবরী' কোনো ভারতীয় লেখা একমাত্র গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সম্ভবত সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যগুলির মধ্যেও এত বেশী ইতিহাসগত মূল্য সমৃদ্ধ রচনা পাওয়া যাবে না। মুঘল প্রশাসনে 'ইস্পাত কাঠামো' (Steel Frame) নামে কথিত আমলাতন্ত্রের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধ বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। ব্লকম্যান তাই বলেছেন, "আইন-ই-আকবরী হল ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ।"

☐ এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়াও আবুল ফজলের কিছু কাজ ইতিহাসের উপাদান হিসাবে আমাদের সাহায্য করে। এগুলি হল — 'রুক্কাত-ই-আবুল ফজল' ও 'ইনশা-ই-আবুল ফজল' বা মুকতুবাৎ-ই-আল্লামী। 'রুক্কাত-ই-আবুল ফজল' ছিল চিঠির সংকলন। এই গ্রন্থে আছে আকবর, মুরাদ, দানিয়েল, মারিয়ম মাকানি,

সেলিম, আকবরের বেগম ও কন্যাদের এবং লেখকের পিতামাতা-ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট লেখা চিঠি। এই সংকলন থেকে সমকালীন আর্থসামাজিক সমস্যা নিয়ে আবুল ফজলের মূল্যায়নের বিবরণ পাওয়া যায়।

▣ 'ইনসা-ই-আবুল ফজল'-এ সংকলিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পাঠানো বহু গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলীর প্রতিলিপি। এই সংকলনটি বিষয়গত ভাবে তিনটি অংশে বিভক্ত। এগুলি সাধারণভাবে অভিজাত ও বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। এখান থেকে পারস্যের শাহ আব্বাস, তুরানের আব্দুল্লা খাঁ উজবেগ, বুখারা - রোম প্রভৃতির সাথে আকবরের সম্পর্কের নানা বিষয় জানা যায়। দ্বিতীয় অংশে আছে আবুল ফজল কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সমস্যা বা নীতি সম্পর্কে সম্রাটের কাছে প্রেরিত বিভিন্ন আবেদন পত্রের সংকলন এবং তৃতীয় অংশে আবুল ফজল কর্তৃক সাধারণ নানা বিষয়ে লেখা পত্রাবলী এবং ইতিহাসমূলক ঘটনাবলী সম্পর্কে তার মূল্যায়ন সংকলিত হয়েছে।

▣ আবুল ফজলের নিরপেক্ষতায় ও উদারতায় দরবারের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এদের অন্যতম ছিলেন শাহজাদা সেলিম (জাহাঙ্গীর)। সম্ভবত আবুল ফজলের উপর গভীর আস্থা সেলিমকে ঈর্ষান্বিত করেছিল। তাই সেলিমের অনুচর বীরসিং বুন্দেলা গোয়ালিয়রের কাছে সরাই-বীর নামক স্থানে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে এই পণ্ডিতের প্রাণনাশ করে 1602 খ্রীঃ। পরম সুহৃদ এই পণ্ডিতের মৃত্যুতে মর্মাহত ও ব্যথিত হৃদয়ে আকবর বলেছিলেন — "সেলিম যদি সম্রাট হতে চেয়েছিল, তবে আবুল ফজলকে না মেরে আমাকে হত্যা করতে পারত।"
একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, সমালোচক, দার্শনিক ও পণ্ডিত আবুল ফজলের লেখনীর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। — বুখারার শাসক আবদুল্লা উজবেগের একটি উক্তি আবুল ফজলের কলমকে খ্যাতি দিয়েছিল। মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম গৌরবময় ব্যক্তিত্ব তথা ভারতের আবুল ফজলের জীবনের মর্মান্তিক অবসান ইতিহাসের পরিহাস রূপেই চিহ্নিত হয়ে আছে। [illegible] The Mughal Empire [illegible] "A first rate scholar, writer, statesman, diplomat / military commander, historian and philosopher."

(3)

P.T.O